হরিণাকুণ্ডুতে বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন

‘পরিবেশ সংরক্ষণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি’ এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ৪২তম জাতীয় বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্তরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সৈয়দা নাফিস সুলতানা আনুষ্ঠানিক ভাবে এ মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এ সময় থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রহিম মোল্লাসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তর প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনের পর মেলায় অংশ গ্রহণকারী ১৩টি স্টল পরিদর্শন শেষে উপজেলা মিলনায়তনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সৈয়দা নাফিস সুলতানা’র সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাফিজ হাসান, অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জামাল হোসেন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ফজলুল হক, প্রেসক্লাব সভাপতি এম সাইফুজ্জামান তাজু।

যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেনের সঞ্চালনায় উক্ত আলোচনা সভায় উপজেলার বিভিন্ন দপ্তর প্রধানগণ ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিল।

না ফেরার দেশে ম্যারাডোনা

আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি ফুটবলার ম্যারাডোনা আর নেই। আজ (বুধবার) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে।
হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বুধবার নিজ বাসায় মারা যান তিনি। খবরটি নিশ্চিত করেছে বার্তা সংস্থা এএফপি। বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন ৮৬ সালের বিশ্বকাপজয়ী এ কিংবদন্তি।

মৃত্যুকালে ম্যারাডোনার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। গত মাসে হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছিলেন ম্যারাডোনা। বুয়েনস এইরেসের হাসপাতালে তার মস্তিষ্কে জরুরি অস্ত্রোপচার করা হয়। মস্তিষ্কে জমাট বেঁধে থাকা রক্ত অপসারণ করা হয়েছিল। তখন মাদকাসক্তি নিয়ে ভীষণ সমস্যায় ভুগেছেন ম্যারাডোনা। বিস্তারিত আসছে …

স্বপ্নের পদ্মা সেতু আর স্বপ্ন নয় এখন বাস্তব

স্বপ্নের পদ্মা সেতু আর স্বপ্ন নয় এখন বাস্তব। এক সময়ের স্বপ্নের সেতু এখন দৃষ্টিসীমায় দিগন্তজুড়ে দাঁড়িয়ে। পদ্মার তীর থেকে দেখা যাচ্ছে পিলারের দীর্ঘ সারি। তার উপর একে একে বসানো হচ্ছে ইস্পাতের কাঠামো (স্প্যান)। সর্বশেষ বসানো হয়েছে ৩৮তম ওয়ান-এ স্প্যান। এর মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হলো সেতুর ৫ হাজার ৭০০ মিটার। বাকি আছে আর তিনটি স্প্যান। সেগুলো বসলেই ছুঁয়ে দেখা যাবে বহুল কাঙ্ক্ষিত সেতু।

সবকিছু ঠিক থাকলে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বছর ২০২১ সালের জুনে উদ্বোধন হচ্ছে স্বপ্নের সৌধ। উদ্বোধনের পর থেকেই শুরু হবে স্বপ্নকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা। সময়কে উপেক্ষা করে সেতু দিয়ে ছুটবে বাস, ট্রাক, ট্রেন সব। সেতুটি চালু হলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানীর যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। এতে মোট দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি (জিডিপি) ১ থেকে দেড় শতাংশ বাড়বে।

দারিদ্র্যের হার কমবে দশমিক ৮৪ শতাংশ। নতুন করে গড়ে উঠবে ভারি শিল্প কারখানা। আর এরই অপেক্ষায় যেন বাংলাদেশ। পদ্মা সেতু শুধু রড, সিমেন্ট ও পাথরের সেতু নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ১৬ কোটি মানুষের আবেগ। চ্যালেঞ্জকে জয় করার অদম্য স্পৃহা এবং আগামীতে দেশের অর্থনীতিতে অপার সম্ভাবনার হাতছানি। ২০১২ সালে বিশ্বব্যাংক অর্থায়নের সিদ্ধান্ত বাতিল করার পর সরে যায় আর্ন্তজাতিক আরও তিনটি সংস্থা-এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-

মাংস উৎপাদনে গবাদি পশুর প্রজনন ও জাত উন্নয়ন মিলিটারি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে এ ফার্ম পরিচালিত হবে। এ কাজের জন্য সেনাবাহিনীকে ২ হাজার ১৫৬ একর জমি দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে জাজিরা প্রান্তে। এটা প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের জিডিপি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। অপ্রয়োজনীয় জমি পতিত না রেখে দেশের আর্থ-সামাজিক ও আর্থিক সম্ভাবনার জন্য এ জমিতে আধুনিক উন্নতমানের ফার্ম গড়ে তোলা হবে। এখানে গড়ে উঠবে হংকং সিটির মতো শহর। যেখানে থাকবে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম, পার্ক, জাদুঘর, আধুনিক শহরের সব রকম সুবিধা।

পদ্মা সেতুর বিষয়ে মুন্সীগঞ্জ-৩ আসনের এমপি আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মৃণালকান্তি দাস বলেন, ‘দেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে। তার প্রমাণ পদ্মা সেতুর প্রায় ৫ কিলোমিটার দৃশ্যমান হওয়া এবং এক্সপ্রেসওয়ে চালু। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে পৌঁছে দিয়েছে।’

মুন্সীগঞ্জ-২ আসনের এমপি সাবেক হুইপ অধ্যাপিকা সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি বলেন, ‘দেশবাসীর স্বপ্নের এ সেতুর কাজ নিজস্ব অর্থায়নে করা হচ্ছে। জাতির জনকের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। এটি দেশবাসীর প্রাণের সেতু, যা শেখ হাসিনা নির্মাণ করে আরও একটি ইতিহাস গড়তে যাচ্ছেন।’

জেলা প্রশাসক মো. মনিরুজ্জামান তালুকদার বলেন, ‘পদ্মা সেতু নির্মাণকাজে জেলা প্রশাসনের সব সময় সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। এর নির্মাণকাজ শেষ হলে দেশে প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে। এটি বাস্তবায়নে মুন্সীগঞ্জ জেলা আরও উন্নত হবে, জীবনমান পাল্টে যাবে। এ ছাড়া দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ২১ জেলার সঙ্গে ঢাকাসহ সারা দেশের যোগাযোগ উন্নত হবে। উন্মোচিত হবে নতুন দিগন্ত। দক্ষিণাঞ্চলে গড়ে উঠবে নতুন নতুন কলকারখানা। দেশের অর্থনীতির চাকা আরও জোরে ঘুরবে। দেশ এগিয়ে যাবে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।’ ২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর মুন্সীগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে মূল কাজের শুভ সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই শুরু পদ্মা সেতুর আনুষ্ঠানিক পথচলা। এরপর ২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ৩৭ ও ৩৮ নম্বর পিলারে সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের উপস্থিতিতে ১৫০ মিটারের প্রথম স্প্যানটি স্থাপনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই স্বপ্ন পূরণের পালা।

২০২১ সালের ডিসেম্বরে খুলবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বড় কোনো নির্মাণ অবকাঠামো এবং সমসাময়িক বিশ্বের সবচেয়ে বড় সেতু এটি। পদ্মাসেতু চালু হলে প্রমত্তা নদীর ওপর গাড়ি চলতে দেখা যাবে। ফলে নাগালের বাইরে চলে যায় পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের স্বপ্ন। পরের ইতিহাস সবার জানা। সব বাধা উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের দুঃসাহসিক চ্যালেঞ্জ নেয় আওয়ামী লীগ সরকার।

এতেই কেটে যায় কালো মেঘ, দিগন্ত আলোকিত করে হেসে উঠে সূর্য। সেতু নির্মাণের কর্মযজ্ঞের মধ্যদিয়ে শুরু হয় স্বপ্নের বীজ বোনা। আর সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবে ধরা দিচ্ছে। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

প্যানেল পূর্ণাঙ্গ হয়নি ক্ষমতাসীনদের, সাবেক সেক্রেটারী স্বতন্ত্র সভাপতি

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৭ নভেম্বর শুক্রবার। প্রতি নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী পরিষদ এই দুটি প্যানেল থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু এবারের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ থেকে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল দিতে পারেনি আইনজীবীরা। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের লক্ষে নির্বাচনে ১১ জনকে দিয়ে প্যানেল দিতে হয়েছে। অপরদিকে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী পরিষদ ১৫টি পদেই প্যানেল দিয়েছে।

এছাড়া মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক পিপি অ্যাড. মিয়াজান আলী একক ভাবে সভাপতি পদে নির্বাচন করছেন।

বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদে প্রার্থী হয়েছেন, তারা হলেন-সভাপতি পদে শাজাহান আলী, সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, সাধারণ সম্পাদক এ কে এম আছাদুজ্জামান, যুগ্ম-সম্পাদক

কে এম নুরুল হাসান(রঞ্জু), শাহরিয়ার মাহমুদ শাওন, কোষাধাক্ষ্য সিরাজুল ইসলাম, পাঠাগার ও সাংস্কৃতি সম্পাদক রোকেয়া খাতুন, নির্বাহী সদস্য পদে রুত শোভা মন্ডল, নাগিব মাহফুজ জুয়েল ও সেলিম রেজা।

জাতীয়তা বাদী আইনজীবী পরিষদে সভাপতি পদে আনোয়ার হোসেন, সহ-সভাপতি আদিল করিম, রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ফরিদ উদ্দিন, যুগ্ম-সম্পাদক রফিকুল ইসলাম-২, মিজানুর রহমান, কোষাধাক্ষ্য এহান উদ্দিন মনা, পাঠাগার ও সাংস্কৃতি সম্পাদক এ এস এম হাসানুল্লাহ, নির্বাহী সদস্য হাসান মাহবুবুর রহমান, মোখলেসুর রহমান খান স্বপন, আরিফুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম (সাহেব), শফিউল আযম খান বকুল, সেলিম রেজা গাজী ও খুরশিদা খাতুন। এছাড়া একক সভাপতি হিসেবে অ্যাড. মিয়াজান আলী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দি¦তা করছেন।

আইনজীবী সমিতির বর্তমান সভাপতি অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন জানান, গত ১৫ নভেম্বর মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল। সেখানে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী পরিষদ থেকে ১৫ জন এবং বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ থেকে ১৫ জন মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। এছাড়া সভাপতি পদে অ্যাড. মিয়াজান আলী একক প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। ১৯ নভেম্বর চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাড. বিমল কুমার রায়। তখন জানতে পারি আওয়ামী সমর্থিত প্যানেল চারজন সদস্য প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী অ্যাড. আসাদুজ্জামান জানান, অ্যাড. মিয়াজান আলী প্রার্থী হওয়ায় দলীয় কোন্দল সৃষ্টি হয়। যে কারণে চারজন সদস্য প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ফলে ১১ জনকে নিয়েই নির্বাচন করতে হচ্ছে।

একক সভাপতি প্রার্থী অ্যাড. মিয়াজান আলী বলেন, রাজনীতির মত করে আইনজীবী সমিতিকেও দ্বিখণ্ডিত করার চেষ্টা করছেন কিছু আইনজীবীরা। ফলে নির্বাচনে আমিসহ অ্যাড. ইয়ারুল ইসলামের সাথে বসার কথা বলেও তারা বসেননি। যার ফলে একক ভাবে সভাপতি প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

প্রসঙ্গত, আগামী ২৭ নভেম্বর মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ৮টায় শুরু নামাযের বিরতি

দিয়ে বিকাল ৪টায় ভোট গ্রহণ শেষ হবে। এবার ১২৩ জন ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

আগে ঘুষ, পরে কাজ

অতিরিক্ত টাকা বা ঘুষ ছাড়া কোন কাজই হয় না গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে। সরকারি ধার্যকৃত টাকার বাইরেও বিভিন্ন খাতের অযুহাতে নেওয়া হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা। টাকা দিতে না চাইলে হয়রানি করা হচ্ছে সেবা গ্রহীতাদের। নকল নবিশ, মহুরী ও অফিস সহকারীদের ব্যবহার করা হচ্ছে এই অতিরিক্ত অর্থ আদায়ে।

এছাড়াও দলিল প্রতি প্রায় ৫’শ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয় বলেও জানা গেছে। এমনকি মুজিববর্ষ পালনের নামেও অতিরিক্ত আরও ১শ টাকা নেওয়া হচ্ছে সেবা গ্রহীতাদের কাছ থেকে। আদায়কৃত টাকাগুলো সাব-রেজিস্টারসহ সকল কর্মচারী ও উপর মহলের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করা হয়। সম্প্রতি ঘুষের টাকা বণ্টনে বৈষম্য থাকায় সাব-রেজিস্টারের সাথে দু‘একজন অধিনস্থ কর্মচারীর মধ্যে মনোমালিন্যর ঘটনাও ঘটেছে।

মেহেরপুরের মুজিবনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের নকল নবিশ রতনকে জেলা রেজিস্টারের অনুমতি ছাড়া গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে দায়ীত্ব পালন করানো হচ্ছে। ওই নকল নবিশের কথাতেই উঠতে বসতে হয় অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের। গাংনী সাব-রেজিস্ট্রিার মাহফুজ রানার নেতৃত্বেই এই কাজ হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে অনেকে।

গাংনীর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের ঘুষ বন্ধের জন্য এর আগে নাগরিক কমিটি গঠিত হয়। এর আগে গাংনী সাব রেজিস্টার অফিসে দুর্নীতির প্রতিবাদে এই কমিটি জমি রেজিস্ট্রি অনির্দৃষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিল। পরে জনসমাবেশ করে সাবেক সাব-রেজিস্টার আব্দুর রশিদ মন্ডলকে ঘুষ না খাওয়ার অঙ্গিকার করে নেয় এলাকাবাসি। চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি যোগদান করেন বর্তমান সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা। এরপর থেকেই নিজের মত কৌশলে চালিয়ে যাচ্ছে ঘুষ বাণিজ্য।

এনিয়ে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় “গাংনীতে সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ, দলিল প্রতি ঘুষ নেন কমপক্ষে

৩৫০ টাকা, কখনও তার বেশি” শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশও হয়। তারপরও থামেনি তার ঘুষ নেওয়া। জানা গেছে, বিভিন্ন মহলকে ম্যানেজ করে চালিয়ে যাচ্ছেন অবাধ ঘুষ বাণিজ্য।

কয়েকজন ভুক্তভোগী জানান, নিয়ম অনুযায়ী প্রতি লাখে পৌর এলাকার জন্য লাখে সাড়ে ৮ হাজার। পৌর এলাকার বাইরে হলে লাখে সাড়ে ৬ হাজার টাকা রেজিস্ট্রি ফিস নেয়ার কথা। কিন্তু বিভিন্ন খাতের কথা বলে অতিরিক্ত নেয়া হচ্ছে লাখে এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকা। টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে বিভিন্ন হয়রানি হতে হয়েছে। পরে বাধ্য হয়ে টাকা দিতে হয়েছে। জমি ক্রয় বিক্রয়ে জনদুর্ভোগের শিকার হতে হয়েছে আমাদের।

কয়েকজন দলিল লেখক জানান, লাইসেন্স নবায়ন বাবদ তাদের কাছ থেকে জেলা রেজিস্টারের নামে অতিরিক্ত টাকা নিয়েছেন বর্তমান সাব রেজিস্টার মাহফুজ রানা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অফিসের এক দলিল লেখক জানান- এখানকার অসাধু কর্মচারীরা ডিআর (জেলা রেজিস্টার) মহোদয়ের অডিট ব্যয়, নজরানা ও দলিল ফাইলিংয়ের নামে দলিল প্রতি ৩৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা, মসজিদ উন্নয়ন বাবদ ৫০ টাকা, ও নকল সরবরাহের জন্য এক হাজার টাকা থেকে দেড় হাজার টাকা, হেবা দলিল রেজিস্ট্রিতে ১৫শ টাকার স্থলে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা নেয়া হয়।

হেবা দলিল সম্পাদনে এক এর অধিক খতিয়ান হলে প্রতি খতিয়ান বাবদ আরও এক হাজার করে টাকা নেয়া হয়। নাম্বারিং দলিলে ২হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করছে। জমির শ্রেণি পরিবর্তন করে দলিল সম্পাদনে টাকা নেয়ারও অভিযোগ সাব-রেজিস্টারের উপরে। এছাড়াও টাকার বিনিময়ে জমি খারিজ ছাড়াও দলিল রেজিস্ট্রি হয় বলে জানাগেছে।

গাংনী সাব রেজিস্ট্রি অফিসের একজন জানান, বণ্টননামা এবং অসিয়ত দলিলের মূল্যের উপরও অফিসকে অতিরিক্ত ঘুষ দিতে হয়। দলিলের ও খারিজের মূল কপি ছাড়া দলিল করতে আসলে সাব রেজিস্টারকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয় । এসএ এবং আরএস খতিয়ানের সার্টিফিকেট কপি জেলা প্রশাসকের রেকর্ড রুম থেকে সংগ্রহ করার পরও দলিল করতে গেলে ‘এটি ঠিক নয়’ জানিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা নেয়া হয়। এদিকে লাইসেন্স বাতিলের ভয়ে দলিল লেখকরা টাকা দিতে বাধ্য হয়েছেন বলেও জানান।

কমিশনের (অফিসের বাইরে গিয়ে দলিল সম্পাদন) সরকারি ফি ৩০০ টাকা

(উপজেলার মধ্যে)। কিন্তু সাবরেজিস্টার নেন ৩ হাজার টাকা। ঢাকা, অন্য কোনও জেলা কিংবা বিভাগের বাইরে কমিশনের মাধ্যমে দলিল হলে সরকারি ফি’র ১০গুণ বেশি টাকা নেন সাব-রেজিস্টার। এই দলিল লেখক জানান, সাব রেজিস্টার এখনও দলিল সম্পর্কে অভিজ্ঞ নন।

মুজিবনগর অফিসের নকল নবিশ রতন ‘দলিল ঠিক আছে’ এমন নিশ্চিত তথ্য দেবার পরেই তিনি দলিল সনাক্ত করেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, গাংনী রেজিস্ট্রি অফিসের নকল নবিশের সাথে আর্থিক লেনদেনে বিরোধ হবার কারণে তাকে মুজিবনগর রেজিস্টি অফিসে পাঠিয়েছেন। আর আজ্ঞাবহ হওয়াতে রতনকে মুজিবনগর থেকে পুনরায় গাংনী অফিসে নিয়ে এসেছেন সাবরেজিস্টার মাহফুজ রানা। যা জেলা রেজিস্টার জানেন না।

ভুক্তভোগী অনেক দলিল লেখক জানান, দলিল সম্পাদনকালে দলিলে ভুল-ত্রুটি ধরে তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয়। ভুল-ত্রুটি ধরার পর টিসি মোহরার (ট্যাক্স কালেকটর মোহরার) আজাদ ও নকল নবিশ রতনের হাতে অতিরিক্ত টাকা না দিলে সম্পাদনে অপারগতা জানান সাব রেজিস্টার।

এছাড়াও সাংবাদিকদের সাথে খারাপ আচরণের অভিযোগও রয়েছে এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে।

এ বিষয়ে গাংনী সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি অফিসে গিয়ে কথা বলতে বলেন।

জেলা রেজিস্টার সাইফুল ইসলাম জানান, গাংনী সাব রেজিস্টারের নামে অভিযোগ আসতেই আসছে। লিখিত অভিযোগ না পাওয়াতে কোন পদক্ষেপ নিতে পারেন না। মুজিবনগরের নকল নবিশ গাংনীতে দায়ীত্ব পালনের বিষয়টি তার জানার বাইরে বলে জানান। তবে তিনি বিষয়টি দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।

জীবননগরে অস্ত্রসহ সালাম আটক

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে আগ্নেয়াস্ত্রসহ নানা অপরাধের হোতা ও ডাকাত সর্দার আব্দুস সালাম (৫০) পুলিশের হাতে আটক হয়েছে।

গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর-চুয়াডাঙ্গার সড়কের মনোহরপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সালাম মনোহরপুর গ্রামের নিয়ামত আলী মৃধার ছেলে।

গতকাল শনিবার দুপুরে পুলিশ সালাম ডাকাতের গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নির্দেশে জীবননগর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ফেরদৌস ওয়াহিদ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে রাতে টহলে বের হন। এ সময় গোপন সংবাদের ভিক্তিত্বে জানা যায়, মনোহরপুর গ্রামের চিহ্নিত মাদক ব্যবসা, ডাকাতী, আদম ব্যবসাসহ নানা অপরাধের মূল হোতা আব্দুস সালাম অপরাধ সংঘটিত করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

রাত সাড়ে দশটার দিকে তিনি জীবননগর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের মনোহরপুর গ্রামের বাসস্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছান। এ সময় তিনি রাস্তার পাশে সালামকে দেখতে পেয়ে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তার দেহ তল্লাশি করে একটি দেশিয় ওয়ান স্যুটারগান উদ্ধার করা হয়।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, গ্রেপ্তারকৃত আব্দুস সালাম একজন চিহ্নিত অপরাধী। তার বিরুদ্ধে জীবননগর থানাসহ আশপাশের থানায় একাধিক ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মামলা রয়েছে। এ ছাড়াও সে বিজিবি সোর্স শোভা হত্যা মামলার এজাহারভূক্ত আসামি।

তার বিরুদ্ধে বেআইনী অস্ত্র বহনের মামলা দিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমানকে রাষ্ট্রীয় মার্যাদায়

দাফন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমানকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তাঁর রাষ্ট্রীয় ভাবে গার্ড অব অনার প্রদান করে স্থানীয় পুলিশের একটি টিম। ।

উপজেলা প্রশাসনের নির্বাহী অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ ও থানা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ ওবাইদুর রহমান বীরমুক্তিযোদ্ধা আঃ রহমানকে শেষ বারের মত বাংলাদেশের পতাকা দিয়ে আচ্ছাদন ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে জানাজা শেষে সামজিক কবরস্থানে দাফন সমপ্ন করা হয়।

প্রসঙ্গত, বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ রহমান সপ্তাহখানেক আগে হঠাৎ অসুস্থ হন। পরিবারের লোকজন তাঁকে প্রথমে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। তার অবস্থার অবনতি দেখা দিলে তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার বেলা ১১ টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

শামিম জাহাঙ্গীর সেন্টুর উদ্যোগে মাক্স বিতরণ

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মেহেরপুর ওএমএস ডিলার শামিম জাহাঙ্গীর সেন্টুর উদ্যোগে করোনা ভাইরাস সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনে মাস্ক বিতরণ করা হয়।

এসময় তিনি বলেন, সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রাণঘাতী

করোনাভাইরাসের আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তারই পরিপেক্ষিতে আজ আমরা কিছু সংখ্যক মানুষের মাঝে মাস্ক বিতরণ করেছি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা আব্দুল হামিদ, খাদ্য অফিসের পরিদর্শক এরশাদ আলী, ইউ ডি আসাদুর রহমান।

গাংনী সীমান্তে দুই কেজি গাঁজা উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্তে দুই কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে বিজিবি।

রবিবার সন্ধ্যায় সাড়ে ৭ টায় ধলা মাঠ এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লে: কর্নেল ফরহাদ হারুন চৌধুরী জানান, ধলা বিওপি’র টহল কমান্ডার হাবিলদার মোঃ সোলায়মান হোসেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ধলার মাঠ নামক স্থানে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে মালিকবিহীন অবস্থায় ভারতীয় ২কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনার সাথে জড়িতদের সনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। উদ্ধারকৃত দুই কেজি গাঁজা আনুমানিক মূল্যে প্রায় ৫৬ হাজার টাকা।

চুয়াডাঙ্গায় মাস্ক ছাড়া

দাপ্তরিক সেবা ও বাজারে বেচাকেনা বন্ধ

‘মাস্ক ছাড়া দাপ্তরিক সেবা ও বাজারে বেচাকেনা হবে না’ বলে ঘোষণা দিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

রবিবার সকালে জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় তিনি এ ঘোষণা দেন। এসময় তিনি বলেন, সারা বিশে^র অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করা যাচ্ছে আসন্ন শীতে করোনা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে।

এ কারণে এখন থেকেই সচেতন হতে হবে। এজন্য মাস্ক ছাড়া সব ধরণের দাপ্তরিক সেবা ও বেচাকেনা বন্ধ করতে হবে।

জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান।